কালের কণ্ঠ

তারিখ 26 JAN 2014

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

চারুকলায় নাখোশ 'শিক্ষকরা'

পৌরাঙ্গ নন্দী, খুলনা ▶

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) এমন কী ঘটল যাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে ৩০ জন শিক্ষক পদত্যাগ করলেন? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা স্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চারুকলাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দুটি পক্ষ তৈরি হয়। এর এক পক্ষ শুরু থেকেই চারুকলার বিপক্ষে। অন্য পক্ষ চারুকলার পক্ষে। বিপক্ষদলের দীর্ঘদিনের বিরোধিতার কারণে চারুকলা অনুষদকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্কুলে (একাধিক ডিসিপ্লিন বা বিষয় নিয়ে গঠিত) রূপান্তর করা যাচ্ছে না।

এক পক্ষের দাবি, বর্তমান উপাচার্য (ভিসি) চারুকলার বিপক্ষদলের হয়ে কাজ করছেন। এ কারণে তাঁর ওপর পক্ষভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষুব্ধতা অনেক আগে থেকে শুরু হয়। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হলো গত ২৩ জানুয়ারি শিক্ষকদের গণপদত্যাগ।

কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে তিনটি ডিসিপ্লিন–ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং, প্রিন্টমেকিং ও ভাস্কর্য নিয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউট শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকেই চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু করে। এর পরিচালক নিযুক্ত হন স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. আফরোজা পারভীন। ইনস্টিটিউটটি স্কুলের মর্যাদা পেলেও এর উপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) দীর্ঘদিনেও তৈরি করা হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোয় এটি একটি ডিসিপ্লিনের মতো থেকে যায়। এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে ওই কমিটি আবারও পুনর্গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে, যা দীর্ঘদিন একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক না হওয়ায় পড়ে ছিল।

বর্তমান উপাচার্য এক বছর দায়িত্ব পালন করলেও তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করেননি। গত ১৮ জানুয়ারি একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে নবসৃষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য আলোচ্যসূচি হিসেবে ঠাঁই পায় এটি। কিন্তু সভার সদস্যদের কাছে প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর কোনো অনুলিপি সরবরাহ করা হয়নি। যে কারণে এই আলোচ্যসূচি ওই সভা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তা ছাড়া ওই সভায় ড. আফরোজা পারভীনের উপস্থিতি নিয়ে একজন আমন্ত্রিত সদস্য প্রশ্ন তোলেন। এ প্রসঙ্গে পদত্যাগী ছাত্রবিষয়ক পরিচালক স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. অনির্বাণ মোস্তফা বলেন, 'আলোচ্যসূচি দিয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনার বিষয়টি সভাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়নি এবং ড. আফরোজাকে অপমান করা হয়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গোষ্ঠী কখনো চারুকলা ইনস্টিটিউটকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়নি। কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখন ওই গোষ্ঠীটি চায় না এটি পূর্ণাঙ্গ স্কুলের মর্যাদা পাক। যে কারণে ১৯৯৮ সালে নেওয়া উদ্যোগ ১৫ বছরেও বাস্তবায়িত হয়নি।' তিনি আরো বলেন, 'চারুকলা মানেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চর্চা, অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা। বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াত-বিএনপি ধারার শিক্ষকরা সব সময় এটিকে বাধা দিয়ে আসছেন। আর বর্তমান উপাচার্য তাঁদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে চলেছেন। এ জন্য ড. আফরোজাকে অপমান করার ঘটনায় উপাচার্য যেমন চুপ ছিলেন, তেমনি আলোচ্যসূচি বিতরণ না করার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি।'

উপাচার্য ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান বলেন, 'আমি আজীবন প্রগতির পক্ষের একজন মানুষ। চারুকলা ইনস্টিটিউটকে স্কুল হিসেবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমার কোনো আপত্তি নেই। এমনকি আমি মহলবিশেষের তুষ্টির জন্যও কিছু করছি না। একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় আলোচ্যসূচি থাকলেও সভ্যদের কাছে প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামটি না যাওয়াটা দুঃখজনক। আমরা দু-এক দিনের মধ্যে একাডেমিক কাউন্সিলের একটি বিশেষ সভা ডেকে এটি অনুমোদন করিয়ে নেব।'